প্রবীণরা আমাদের সম্পদ

সেলিনা আক্তার

একজন মানুষের জীবনচক্র- নবজাতককাল, শৈশবকাল, কিশোরকাল, প্রাপ্তবয়স্ককাল ও বার্ধক্যকাল। এ পঞ্চম ধাপের শেষ ধাপ হলো বার্ধক্যকাল।এ কালে অবস্থানরত মানুষগুলোকে আমরা বলি প্রবীণ। 'প্রবীণ' যাত্রাপথ ষাট বছর থেকে শুরু করে জীবনের সমাপ্তি পর্যন্ত ধরা হয়। প্রবীণ আর বার্ধক্যকাল এক নয়। প্রবীণ ব্যক্তি বার্ধক্যে পতিত নাও হতে পারেন।কিন্তু বাংলাদেশে একজন মানুষকে ষাট বছর পার হওয়ার আগেই বার্ধক্যে পতিত হতে দেখা যায়। এর পেছনের কারণগুলো হলো- দারিদ্র্য, কঠোর পরিশ্রম, অপুষ্টি, অসুস্থতা এবং ভৌগোলিক অবস্থান।

জাতিসংঘের উদ্যোগে সব মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি সুন্দর বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে ১৭টি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এসডিজির সফল বাস্তবায়নের ওপর। এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ৩ নম্বর ক্রমিকে আছে 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ'। এ অভীষ্টের মোট ৯টি লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। 'সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ' অভীষ্টের ৯টি লক্ষ্যমাত্রা (৮ নম্বর লক্ষ্যমাত্রা ব্যতীত, ৯ লক্ষ্যমাত্রায় দুটি) বাস্তবায়নে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সহযোগী মন্ত্রণালয় হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরবর্তী তিন দশকে বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে দেড়শ' কোটিরও বেশি মানুষ প্রবীণ হবেন এবং তাদের ৮০ শতাংশ নিম্ন- মধ্যম আয়ের দেশে বাস করবে। গড় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের নাগরিকদের গড় আয়ুও বেড়েছে। এ ধারাবাহিকতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যাও বাড়ছে। প্রবীণরা স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সঙ্গেই থাকতে চান এবং সামাজিকভাবেও এর প্রচলন আবহমানকাল ধরে।তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক অবস্থা এবং পারিবারিক কাঠামোতে যে পরিবর্তন এসেছে, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রবীণদের জন্য যথেষ্ট সেবাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। যৌথ পরিবারের সংখ্যা কমে একক পরিবার গঠিত হচ্ছে এবং মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছেন।এ পরিস্থিতিতে অনেক পরিবারের প্রবীণ সদস্য অরক্ষিত হয়ে পড়ছেন। প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকলেও ভবিষ্যতে এ জনগোষ্ঠীর সেবা ও চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও জনবল এখনও অপ্রতুল।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পরপরই অবহেলিত, পশ্চাৎপদ ও বঞ্চিত মানুষের কল্যাণে সংবিধানে তাদের অধিকারের কথা সন্নিবেশিত করেছিলেন।বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে প্রবীণ হিতৈষী সংঘকে সুসংগঠিত করার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। প্রবীণদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী চিন্তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জনসংখ্যার বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন সোনালি সময় পার করছে।জনসংখ্যা আমাদের জন্য সম্পদ। এর কারণ হলো, এ মুহূর্তে এ জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কর্মক্ষম মানুষ।জনসংখ্যার ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী এখন ৬৮ শতাংশ। এরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। আমাদের গড় আয়ু দিনদিন বাড়ছে। এটা একটা বড়ো অর্জন। কিন্তু শিগগিরই এ সংখ্যা পরিবর্তন হবে। নির্ভরশীল মানুষের অনুপাত এখন কমছে। কিন্তু খুব দ্রুতই তা বাড়বে। জনমিতিক সুবিধা বারবার আসে না।জনমিতির পরিভাষায় এটাই হলো একটি দেশের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ। কোনো জাতির ভাগ্যে এ ধরনের জনমিতিক সুবর্ণকাল একবারই আসে, যা থাকে কম-বেশি ৩০-৩৫ বছর।তাই এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ এ সোনালি সময়ে পদার্পণ করেছে আরও আট বছর আগে (২০১২ সাল থেকে), যা শেষ হবে ২০৪০-এর দিকে। এরপর থেকে আবার কর্মক্ষম জনসংখ্যার চেয়ে নির্ভরশীল জনসংখ্যা বাড়তে থাকবে। জনমিতির হিসেবে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সি জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল, কর্মমুখী ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সক্রিয় বলে বিবেচনা করা হয়।

আমাদের দেশে ৬৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষকে প্রবীণ নাগরিক বা সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে ধরা হয়। দেশে এ বয়সের মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার সাত শতাংশ বা তার বেশি হলে তাকে বয়োবৃদ্ধ সমাজ বলে। এ সংখ্যা ১৪ বা তার বেশি হলে তাকে প্রবীণ সমাজ বলে। বাংলাদেশ ২০২৯ সালে বয়োবৃদ্ধ সমাজ এবং ২০৪৭-এ প্রবীণ সমাজ হবে।

একটি দেশের মানবগোষ্ঠীর এ পর্যায়কে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য মানবপুঁজি হিসেবে দেখা হয়। ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড একটি দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুই ধরনের প্রভাব ফেলে। এজন্য অনেক চ্যালেঞ্জ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করেই একটি দেশকে জনসংখ্যার এ সুযোগ নিতে হয়। চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সফলতার ওপরই নির্ভর করে এ সুযোগ কতটা জাতির জন্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে।দেশে বর্তমানে তরুণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা তুলনামূলক বেশি হলেও আর মাত্র তিন দশকের মধ্যে প্রবীণদের মোট সংখ্যা অপ্রাপ্তবয়স্কদের ছাড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জনশুমারি ও গৃহগণনার প্রাথমিক প্রতিবেদনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৫১ লাখ ৫৮ হাজার ৬১৬। এর মধ্যে পুরুষ ৮ কোটি ১৭ লাখ ১২ হাজার ৮২৪ জন। নারী ৮ কোটি ৩৩ লাখ ৪৭ হাজার ২০৬ জন। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর ৪ মাস। পুরুষের গড় আয়ু ৭০ বছর ৮ মাস, নারীদের গড় আয়ু পুরুষদের থেকে বেশি, ৭৪ বছর ২ মাস। জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩ জন। ২০১১ সালের আদমশুমারির হিসাবে, দেশের জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৪০ লাখ ৪৩ হাজার ৬৯৭। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ৬০ বছরের বেশি বয়সী মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ৫৩ লাখ ২৬ হাজার। তাঁরা মোট জনসংখ্যার ৯ দশমিক ২৮ শতাংশ। ২০১১ সালের জনশুমারিতে এ হার ছিল ৭.৪৭।

তিন দশক পর প্রবীণদের সংখ্যা আরও বেড়ে গেলে দেশের সার্বিক উৎপাদনেও একটি বড়ো ঘাটতি দেখা দিতে পারে। প্রবীণদের যদি সমাজের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বিত করা না হয় তাহলে প্রবীণ জনগোষ্ঠী একসময় সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান হারে ২০50 সাল নাগাদ দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে চার কোটি। প্রবীণ জনগোষ্ঠী সমাজের সম্পদ। আর তাই তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অসহায় প্রবীণদের নিরাপদ জীবনের জন্য সরকার দেশের ছয় বিভাগে ৬টি প্রবীণ নিবাস পরিচালনা করছে। দেশের ৬৪ জেলায় ৮৫টি শিশু পরিবারের প্রতিটিতে ১০টি আসন প্রবীণদের জন্য সংরক্ষণ করা আছে। প্রবীণদের সম্মান ও কল্যাণে সরকার ২০১৩ সালে 'প্রবীণ নীতিমালা' প্রণয়ন করে। প্রবীণ নীতিমালা অনুযায়ী দেশের জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের 'সিনিয়র সিটিজেন' কার্ড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

প্রবীণ নীতিমালা অনুযায়ী, জ্যেষ্ঠ নাগরিকদের সমাজে বৈষম্য ও নিপীড়নমুক্ত নিরাপদ জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দেওয়ার কথা বলা আছে। নীতিমালা অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সম্পদ, মর্যাদা, লিঙ্গানির্বিশেষে মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে রাষ্ট্রকে। এছাড়া আলাদা, বিনামূল্যে ও স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, সব ধরনের যানবাহনে আসন সংরক্ষণ, বিশেষ ছাড়ে টিকিট প্রদান এবং আলাদা টিকিট কাউন্টার স্থাপন, প্রবীণদের জন্য দিবা-যত্নকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এমনকি মৃত্যুর পর দাফনের দায়িত্বও পালন করবে রাষ্ট্র। অন্যদিকে, সিনিয়র সিটিজেনদের সম্পদ রক্ষাসহ সঞ্চয় প্রকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ, উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার ব্যবস্থা করার কথা রয়েছে সরকারের।

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনক্ষম অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে পরিবার ও সমাজে মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে 'বয়স্কভাতা' কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিকভাবে দেশের সব ইউনিয়ন পরিষদের প্রতিটি ওয়ার্ডে পাঁচজন পুরুষ ও পাঁচজন মহিলাসহ দশজন দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তী সময়ে দেশের সব পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনকে এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বয়স্কভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লাখ থেকে বাড়িয়ে ২২ লাখ ৫০ হাজার এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮ লক্ষ ০১ হাজার বয়স্ক ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ৬০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। এ খাতে বরাদ্দ রয়েছে ৪২০৫.৯৬কোটি টাকা। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিবিড় তদারকি এবং সমাজসেবা অধিদফতরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমে বয়স্কভাতা বিতরণে প্রায় শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সমাজনীতি ও সরকার মোটামুটি প্রবীণবান্ধব, বিশেষ করে দেশের বিরাট আকারের প্রবীণদের বাস্তব কল্যাণ বিধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ উদ্যোগ, সাফল্য ও সুনাম প্রশংসনীয়। এদেশে ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত অবসরকালীন পেনশন ব্যবস্থার পর ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে যুগান্তকারী বয়স্কভাতা কর্মসূচি প্রচলন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা-২০১৩ এবং পিতামাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩ প্রণয়ন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অবসরগ্রহণের বয়স ৫৯-৬০ করা, পেনশন সুবিধা সম্প্রসারণ, পিতামাতাকে অন্তর্ভুক্ত করে পরিবারের সদস্য ৪ থেকে ৬ জনে উন্নীতকরণ, বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে অনুদান বৃদ্ধি করাসহ প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠনের উদ্যোগ প্রবীণদের সুরক্ষায় সরকারের দায়বদ্ধতার প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

প্রবীণদের সাহায্য-সহযোগিতা, বিশেষ করে ওষুধ খেতে সহায়তা করা, পত্রিকা পড়ে শোনানো, বেড়াতে যেতে সহায়তা করা কিংবা গল্প বলে তাদের সময়কে আনন্দময় করে তুলতে ইতোমধ্যে কিছু উদ্যোগ স্বল্প পরিসরে শুরু হয়েছে। দেশে বৃদ্ধ বয়সে সেবা দেয়ার জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারী নেই, যেটি ভবিষ্যতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। এখনই সময় দেশে প্রবীণদের সেবা প্রদানের জন্য জনশক্তি প্রস্তুত করার। যদি সেটি করা সম্ভব হয় সেক্ষেত্রে দুই দিকে লাভ হবে। প্রথমত, তরুণদের জন্য কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে, যা বেকারত্ব কমাতে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, প্রবীণদের মানসম্মত সেবাদান সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে এ সেবাদান লাভজনক ব্যবসা হিসেবেও গড়ে উঠতে পারে। প্রবীণদের জন্য সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির আন্দোলনে তরুণদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন, কারণ প্রবীণদের জন্য যখন সমস্যা প্রকট হবে, তার ভুক্তভোগী থাকবে বর্তমান তরুণ প্রজন্ম।

কাউকে ফেলে রেখে নয়, বরঞ্চ সবাইকে নিয়ে বিশ্ব সমাজের প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রা চলমান রাখতে হবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য দলিলের মাহাত্ম্য এখানেই। প্রবীণরা সমাজে বটবৃক্ষের মতো। তাদের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তরুণদের চলার পথের পাথেয়। প্রবীণ ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও দেশের কল্যাণে জীবনব্যাপী অবদান রেখেছেন।

#

পিআইডি ফিচার